প্রশ্নঃ বিশ শতকের কোন্ পাশ্চাত্য কবি আধুনিক বাংলাকাব্যকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেন? এই পাশ্চাত্য কবির কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে আলোড়ন জাগায়? ইংরেজি সাহিত্যে এই কবির অবদান কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য? তাঁর সাহিত্য কৃতিত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তরঃ ইংরেজি সাহিত্যে বিশ শতকের অন্যতম বিখ্যাত কবি টি. এস. এলিয়ট (১৮৮৫-১৯৬৫) আধুনিক বাংলা কাব্যকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেন।

ছন্দের বিভিন্ন প্রকরণ, প্রতীকের আশ্চর্য ব্যবহার এবং সর্বোপরি বুদ্ধিনির্ভর শ্লেষব্যঞ্জা আক্রান্ত অভিনব ভাববস্তু এই কবির রচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

ইংরেজি সাহিত্যে এই কবির অবদান কেবলমাত্র আধুনিক কবিতা নয়, পত্রিকা সম্পাদনা, কাব্যনাট্য রচনা এবং সাহিত্য সমালোচনা এই কবির সাহিত্যকৃতির নিদর্শন।

সাহিত্য কৃতিত্ব ঃ জন্মে মার্কিন, জাতিতে ইংরেজ এবং ধর্মে ক্যাথলিক এই কবি বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই প্রকাশ করেন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রু-ফ্রক্ অ্যান্ড আদার অবজারভেশন' (Prufrock and other Observation, 1917)। তখন বিশ্বযুদ্ধের

Scanned by CamScanner

কাল। সমাজে এবং স্বাভাবিক জীবনে অবক্ষয় স্পষ্ট, জীবন অন্তঃসারশূন্য, নৈরাশ্য ও ক্লান্তির প্রাধান্য। এই আবহকে কবি চিত্রিত করলেন ছন্দের বৈচিত্র্যে, চিত্রকল্পের অভিনবত্বে এবং বুদ্ধিমার্জিত শ্লেষ ব্যঙ্গের ভাষাসংযমে। যে অভিনব ভাববস্তু নিয়ে ইংরাজি সাহিত্যে এই কবির আবির্ভাব এবং যে নতুন আঙ্গিক তিনি রচনা করলেন, তারই ফলে বিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে তিনি পরিচিত হন নতুন কালের নতুন কবি হিসাবে।

এর পাঁচ বছর পর প্রকাশিত হয় তাঁর পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কাব্য 'দি ওয়েস্ট-ল্যান্ড' (The Wasteland, 1922)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ এবং আর একটি বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা ও আতঙ্কের পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত, মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলা ব্রিটিশ মানসের দর্পণ এই কাব্য। এই রচনার ভিতর দিয়ে কবি দেখিয়েছেন রূপক ও প্রতীকের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সভ্যতাগর্বিত লন্ডন শহরের ব্যাধিগ্রস্ত রূপ। এই মহানগর যেন এক পতিত জমি। জীবন এখানে খণ্ডিত, নৈরাশ্য ক্লান্তি-অর্থহীনতায় ভরা মানুষের জীবন। এই ছবি তিনি এঁকেছেন টুকরো টুকরো দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে যেখানে আছে খণ্ড খণ্ড চিত্রকল্প ও রূপকের ব্যবহার, কথ্যভাষার অসাধারণ প্রচলন, ব্যঞ্জনাময় উচ্চারণ এবং ব্রিটিশ লোককথা, আধ্যাত্মিক বিষয়ের উল্লেখ ও গীতা-উপনিষদের অপূর্ব ব্যবহার যার ভিতর দিয়ে কবি নৈরাশ্যপীড়িত পাশ্চাত্য জগৎকে আশা এবং পুনর্জীবনের ভাষা জুগিয়েছেন।

তার আগে প্রকাশিত হয় তাঁর একটি কাব্যসংগ্রহ 'পোয়েম্‌স' (Poems, 1920-1922)। এই কাব্যসংগ্রহে কয়েকটি কবিতা ইংরেজি কাব্যজগতে আলোড়ন তোলে। যেমন 'জেরোনেশন', 'সুইনি ইরেকট্', 'দি হিপোপটেমাস'। এই সমস্ত কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন নৈরাশ্যপীড়িত মানুষের অসহায় আর্তনাদ, দেখিয়েছেন বিকারগ্রস্ত নারীর রুগ্নতা ও জিঘাংসার ছবি।

তাঁর কাব্যে অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে প্রাচীন সাহিত্য এবং ব্রিটিশ লোকগাথার টুকরো টুকরো কাহিনী। এই সমস্ত উপকরণ নিয়ে তিনি যে অসাধারণ অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতাটি রচনা করেন তা বিশ শতকের ফাঁপা সভ্যতার শূন্যগর্ভ মানুষের এক জীবন্ত মানচিত্র—'দি হলোমেন' (The Hollowmen, 1925)। কবিতাটি শেষ হয়েছে এক নিষ্ঠুর নৈরাশ্যের শ্লেষের তীব্রতায় 'This is the way the world ends/Not with a bang but a whimper'। নৈরাশ্যের এই অন্ধকার থেকে ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বস্ত ও আশ্বস্ত এই কবি অবশেষে উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন ধর্মের প্রশান্তির আশ্রয়ে এসে। তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর অ্যাস ওয়েডনেসডে' (Ash Wednesday) এবং 'এরিয়েল পোয়েম্‌স্' (Ariel Poems) কবিতায়। তাঁর শেষ দিকের কাব্যরচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাব্য 'ফোর কোয়ার্টেটস' (Four Quartets, 1944)।

কাব্য ছাড়াও তিনি বেশ কয়েকখানি কাব্যনাট্য রচনা করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মার্ডার ইন দি ক্যাথেড্রাল', 'ফ্যামিলি রিইউনিয়ন', 'দি ককটেল পার্টি', 'দি কনফিডেনসিয়াল ক্লাব' ইত্যাদি। এই সমস্ত কাব্যের মধ্যে কবির রূপান্তরের এবং উত্তরণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই কবি গদ্য রচনায় যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তার পরিচয় আছে তাঁর

Scanned by CamScanner

বিখ্যাত কয়েকটি সাহিত্য-গুণান্বিত প্রবন্ধে। এদের বিষয়বস্তু, বিশ্লেষণধর্মিতা এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সমালোচনা সাহিত্যের নতুন পথপ্রদর্শক। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ 'সেক্রেড উড', 'দি সিলেক্টেড এসেজ', 'অন পোয়েটস্ অ্যান্ড দি ইউজ অফ পোয়েট্রি, 'পয়েন্টস্ অফ ভিউ', 'পোয়েট্রি অ্যান্ড ড্রামা'। ইংরেজি সাহিত্যের এই বিশিষ্ট মনস্বী যে অবদান রেখে গেছেন তার প্রভাব কেবল পরবর্তী ইংরাজি সাহিত্যে নয়, বিশ্ব সাহিত্যের বেশ কয়েকটি ভাষাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে স্নাত করে। বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে এই কবির প্রভাব ব্যাপকতর। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই কবির কাব্যে নতুনত্বের সন্ধান পেয়ে তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেন। এবং এরপর থেকেই আধুনিক বাংলা কবিতায় পুরোধা কবি-ব্যক্তিত্বের হাতে এলিয়টের কাব্যের প্রভাব নতুন রূপ নেয়।

Scanned by CamScanner